R. N. No. 2532/57
Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্শন সিণ্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টাটার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৬শ বর্ষ
২৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সাল।
নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

রাজনীতিতে পবিত্র কোরান কেন ঃ জনসভায় জ্যোতি বসু

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ ডিসেম্বর—'নির্বাচনের মুখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা রাজ্য সরকার কোন মতেই বরদাস্ত করবেন না'—রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু আজ রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জী ময়দানে অনুষ্ঠিত এক নির্বাচনী জনসভায় এই হুঁশিয়ারী দেন। রাজনৈতিক সভামঞ্চে পবিত্র কোরান পাঠের নিন্দে করে মুখ্যমন্ত্রী স্বৈরতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পরাভূত করার আহ্বান জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কংগ্রেস (ই) নেতারা বলেন এ রাজ্যে নাকি গণতন্ত্র নেই। অথচ ওঁরাই রাজ্যের সর্বত্র হিংসাত্মক বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। মক্কার ঘটনা নিয়ে কলকাতায় ট্রাম-বাস পোড়ানো হচ্ছে। এর পরে আর কত গণতন্ত্র তাঁরা চান?' ইন্দিরার স্বৈরশাসন সম্পর্কে জ্যোতিবাবু বলেন, তাঁর শাসনে এগারশো সি পি এম কর্মীকে খুন করা হয়েছে। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে লক্ষ লক্ষ লোককে জেলে পোরা হয়েছে। ফ্রন্ট প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বিগত আড়াই বছরের শাসনে আমরা রাজ্যে অনেক ভাল কাজ করেছি। গ্রামকে নতুনভাবে গড়তে পঞ্চায়েতকে অনেক ক্ষমতা দিয়েছি। দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছি। ভাগচাষী, ক্ষেত মজুরদের স্বার্থে বর্গা ও মজুরি প্রথার সংস্কার করেছি। দুর্মূল্যের বাজারে সরকারের সাধ্যমত শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারীদের সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ভবিষ্যতে আরও কাজ করতে চই। বিনিময়ে চাই প্রতিটি মানুষের সমর্থন। রাজ্যের প্রতিটি কেন্দ্রে ফ্রন্ট প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আবেদন করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন হরনাথ চন্দ্র। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন রাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল বারি, মৃগাংক ভট্টাচার্য, শিস্ মহম্মদ প্রমুখ। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জ্যোতিবাবু এই প্রথম জঙ্গিপুরে এলেন।

রেল দুর্ঘটনায় আহতদের ঊনষাট জনকে অনুদান দেওয়া হয়েছে

বিশেষ প্রতিনিধি : জঙ্গিপুর রোড ও আহিরণ ফ্ল্যাগ ষ্টেশনের মাঝে ফল্গু সেতুতে সাম্প্রতিক রেল দুর্ঘটনায় আহতদের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৫৯ জনকে অনুদান দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে আরো তালিকা রেল দফতরে পাঠানো হয়েছে। সেই তালিকার আহত ব্যক্তিদের সত্যতা যাচাই করার পর তাঁদেরও অনুদান দেওয়া হবে। পূর্ব রেলের ডিভিসনাল ম্যানেজার এস কে গুপ্ত এ কথা জানিয়েছেন জঙ্গিপুরের আর এস পি নেতা প্রদীপ নন্দীকে। নন্দী তাঁদের দলের পক্ষ থেকে দুর্ঘটনা সংক্রান্ত দশ দফা দাবি-দাওয়া নিয়ে ডিভিসনাল ম্যানেজারের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে এস কে গুপ্ত প্রদীপ নন্দীকে আরো জানান, ফল্গু সেতুর ওপর রেল দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের নিকট আত্মীয়কে চাকরিদানের বিষয়টি

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

'সিপিএমকে ভোট নয়'

নিজস্ব সংবাদদাতা : 'সি পি এম সারা রাজ্যে অশান্তির সৃষ্টি করেছে। ধর্মের উপর আঘাত হেনেছে। ওদেরকে একটি ভোটও নয়।' কংগ্রেস (ই) নেতা আবদুস সাত্তার ভোটারদের কাছে এই মর্মে আহ্বান জানিয়েছেন। মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রভুক্ত কয়েকটি নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'পঞ্চায়েতের নামে গাঁয়ে গাঁয়ে বিষাক্ত রাজনীতির বীজ ঢুকিয়েছে ওরা। মরিচঝাঁপিতে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অধ্যক্ষ ঘেরাও

অরঙ্গাবাদ, ৩ ডিসেম্বর—সাত দফা দাবীর ভিত্তিতে ছাত্র পরিষদ (ই) সমর্থকরা গত সোমবার অরঙ্গাবাদ ডি এন কলেজের অধ্যক্ষসহ গভরনিং বডির সদস্যদের ৬ ঘণ্টা ধরে ঘেরাও করে রাখেন। দাবীগুলির মধ্যে ছিল বুক ব্যাংক চালু, ছাত্রাবাস সংস্কার, বেতন মকুব প্রভৃতি। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট দাবীগুলি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

শহরের উপকণ্ঠে পৈশাচিক তাণ্ডব

সংবাদদাতা, রঘুনাথগঞ্জ : ৫ ডিসেম্বর গভীর রাত্রে শহরের উপকণ্ঠে আলের উপর গ্রামের কাছে একটি 'নিষিদ্ধ কুটির' এ হানা দিয়ে একদল দুর্বৃত্ত পৈশাচিক তাণ্ডব করে বলে খবর। প্রকাশ, মুখোশধারী দুর্বৃত্তেরা বাড়ী থেকে দু'জন মহিলা ও একজন পুরুষকে বের করে গাছের সঙ্গে বেঁধে এ্যাসিড দিয়ে সর্বাঙ্গ পুড়িয়ে দেয়। এ্যাসিড ঢালার আগে তারা মহিলাদের চুল পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটে এবং একজন যুবতীর স্তন কেটে ফেলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এ্যাসিড দগ্ধ তিনজনকেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, বাড়ীটি দেহপসারিণীদের দেহব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এবং সেই উপলক্ষে এখানে নিত্য নতুন অনেক মেয়ের আমদানী ঘটে। অদূরেই একটি বাগানে জমে তাড়ির আড্ডা।

বি ডি ও প্রহৃত

ধুলিয়ান, ৫ ডিসেম্বর—সামসেরগঞ্জের বি ডি ও চঞ্চল ব্যানারজি ২৭ নভেম্বর তাঁর অফিসের একদল বিক্ষুব্ধ কর্মীর হাতে প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, অফিসের প্রবীণ সমাজ উন্নয়ন আধিকারিককে অপমানের অভিযোগে কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে বি ডি ওকে প্রহার করেন। পরে বি ডি ও তাঁর ব্যবহারের জন্য সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং অনুরোধ করেন, আর যেন কোন ঘটনা না ঘটে। ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু সব ফাঁস হয়ে যায়।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাকাতি

সাগরদীঘি, ৫ ডিসেম্বর—দেরীতে পাওয়া এক খবরে প্রকাশ, এই থানার সূর্যপুর (ভুরকুণ্ডা) স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ষ্টাফ কোয়ারটারসে ২৩ নভেম্বর রাত্রে এক ডাকাতির ঘটনায় গয়নাগাটি ও নগদ কিছু টাকা লুণ্ঠিত হয়। ডাকাতদের ছোড়ার আঘাতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ফারমাসিসট গুরুতরভাবে আহত হন বলে জানা যায়।

রেলের লোহা আটক

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৫ ডিসেম্বর—ফরাক্কা পুলিশ সম্প্রতি রেলের চোরাই লোহাসমেত ২০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তারা রেললাইন থেকে লোহা তুলে নিয়ে পালাবার সময় বামাল পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। খবরটি পুলিশ সূত্রের। এই সূত্রের আর একটি খবরে প্রকাশ, ফরাক্কা থানার বাল্লালপুর থেকে সম্প্রতি পনের মণ রেলের চোরাই কয়লা আটক করা হয়েছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৮৬।

আর্তব

ঋতু পসারিণী ভারতভূমি তথা বঙ্গভূমি। ছয় ঋতুর মোহন বৈচিত্র্য এদেশে যেমন পরিস্ফুট, অন্যত্র তেমন নাই। এক এক ঋতুর এমন একটি স্বকীয়তা আছে, যাহা অন্যটি হইতে পার্থক্যের দাবী রাখে। সেই অনুসারে বৎসরের দুইটি করিয়া মাস এক এক ঋতু ভাগে পাইয়াছে।

কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস হেমন্ত ঋতুর ভাগ বাঁটোয়ায় পড়ে। বস্তুতঃ এই দুই মাসের হিমাক্ত পরিমণ্ডল আহ্বান জানায় শীতকে—যে শীত বৈধব্যদশা আনে গ্রাম-বাংলার প্রান্তরে প্রান্তরে রিক্ততা ও রুক্ষতা সাধনের মধ্য দিয়া। অগ্রহায়ণ মাসেই শীত যেন আসরে নামে তাহা মঞ্চ-ভূমিকায়। জীবকুলেও শীতের শিহরণ জাগে, আকাশের বুকে তরঙ্গায়িত ভঙ্গিমায় কলনাদী বলাকা, হিমালয়-বাসীদের চলে ভারত পরিক্রমা। "সুদূর দিগন্ত হতে ফেলে দাও এক-খানি সাদা ঝরাপাখা"—কবির এই প্রার্থনায় তাহারা কর্ণপাত করে কিনা জানি না; তবে মনে যে রেখাপাত করে, তাহা অনস্বীকার্য।

কিন্তু বর্তমান বর্ষের মধ্য অগ্রহায়ণ পর্যন্ত শীতবৈরাগীর আবির্ভাব সূচিত হয় নাই। এমন কি রীতিমত পাখা ঘুরাইতেও হইয়াছে। তাই হতচকিত মানুষ ও মানবেতর কিছু কিছু প্রানি-কুল। ঋতু বৈশিষ্ট্যে এমন অনিয়ম কেন? সংস্কারপন্থী যাঁহারা, ভাবিলেন, ইহা নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গলসূচক ব্যাপার। আবহতত্ত্ববিদরা বলিবেন, অন্য কথা। বিজ্ঞানীর দল সূর্যের দক্ষিণায়ন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকিলেও, বায়ুমণ্ডলে যে কোন নৈসর্গিক কারণ অনুসন্ধান করিয়া একটা জবাব দিতে পারিবেন।

কিন্তু ইহা ত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব অর্থাৎ মানুষের ক্ষেত্রের কথা। মানুষ ছাড়া আর আর প্রাণীর কোন কৈফিয়ৎ নাই। তাই তাহারা তাহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যতিক্রম দেখাই-তেছে যাহা মানুষের নজর এড়ায় নাই। যেমন সর্পকুলের আচরণ। তাহাদের ঘুম আসিতে বিলম্ব হইয়াছে। চিড়িয়াখানার সর্পগৃহগুলিতে ইহারা অন্তরীণ ছিল; তবু নিদ্রা আসে না যে! ফলে যথারীতি খাদ্যাদি তাহারা গলাধঃকরণ করিয়াছে এবং তাই চিড়িয়াখানার বাজেটে একটা বাড়তি খরচা হইতে পারে বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নয়। ভেক-সর্পাদির 'শীতঘুম' বলিয়া যে জৈবনিয়ম আছে, এবারে তাহার আরম্ভ বিলম্বিত হই-য়াছে। ইহাতে ভাবনার কিছু নাই। এবারে সুবর্ষা হয় নাই বলিয়াই শীতের প্রকোপে বিলম্ব হইয়াছে। উপসংহার টানিয়া বলা যায়, শীত তাহার আগ-মনের সূচনা ঘটাইয়াছে। অতএব মাভৈঃ।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

চ্যারিটি শো চলুক

বেশ কিছুদিন আগে জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত 'চ্যারিটি শো' প্রসঙ্গে দুটি চিঠির বাদ-বিসম্বাদের জের টেনে এত-দিন পরে সিদ্ধান্তমূলক কিছু কথা আমি বলতে চাই। স্থানীয় সিনেমা-হলগুলিতে বছরের মধ্যে কটা বাংলা-ছবি আমরা দেখতে পাই, বলুন? শতকরা ২৫ ভাগ ছাড়া বাকী ৭৫ ভাগই তো জুলি, ববি, শোলে আর মেহেবুবা। আর যে বাংলা ছবিগুলো দেখানো হয় সেগুলোর ৯৫ ভাগই ২/৪ বছরের মধ্যে মুক্তি পেয়ে হিট করেছে। কিন্তু ক'জন বাঙালী দর্শক মনে রাখেন পুরানো দিনের সেই সব স্মরণীয় ছবিগুলোর কথা, সাহিত্যের জগতে যে অমর কাহিনীগুলো সু'নপুণ পরিচালকের শিল্পীচেতনার আলোকে সার্থক শিল্প ও সৌন্দর্যে রসপুষ্ট হয়ে কালোত্তীর্ণ হতে পেরেছে? গোরা আউর কালা আর মুকদ্দর কা সিকন্দরের ভিড় কাটিয়ে ক'দিন আমরা দেখতে পাই কাবুলীওয়ালা, অপুর সংসার, পথের পাঁচালীর মতো ছবিগুলো? বর্তমানের এই অন্ধ হিন্দীমুখীতার রাজ্যে সে আশা দুরাশা। অথচ এই পথের পাঁচালীই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বারবার সম্মান পাচ্ছে। এ অবস্থায় সেই সব খাঁটি বাঙালী দর্শকের (হিন্দী-প্রবাহ যে হতভাগ্যদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি) কথা মনে রেখে স্থানীয় ক্লাব ও সংস্থাগুলো চ্যারিটি শো-এ যে সব 'বাংলা চলচ্চিত্রের ঐতিহ্যবাহী ছবিগুলো' নিয়ে আসেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। আমি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলোকে বলব—মাঝে মাঝেই আপনারা সেই সব ছবি-গুলো চ্যারিটি শো-এ দেখাবার ব্যবস্থা করুন, যে ছবির পোষ্টারগুলোকে আধুনিক-উগ্র ছায়াছবির পোষ্টার ম্লান করতে পারবে না।

—সাধন দাস
জঙ্গিপুর কলেজ

অলক্ষে

একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলো। অশেষ মাথা নীচু করে আপন মনেই হাঁটছিলো, মুখ তুলতেই দেখলো উষা হঠাৎ অপ্রস্তুত জড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অশেষ এক মুহূর্তের একটা অন্ধকার দেখলো সমস্ত মনটার মধ্যে, তারপর যেন একটা যন্ত্রের মতো বলে উঠলো, আরে তমি, দেড় দু বছর বাদে দেখা হলো, কবে এলে? উষা মাথা উঠালো না, একবার শুধু চোখে চোখ রাখবার চেষ্টা করে বললো, পরশু একটু থেমে বললো কেমন আছো? অশেষ বৃথাই চেষ্টা করলো কিছু কথা খুঁজে বার করার, যন্ত্রচালিত হাতের মতো সিগারেট খুঁজলো, পকেটে নাই, বোধ হয় প্যাকেটটাই ফেলে এসেছে রিক্সোয়, অশেষ কি বলবে কিছু ঠিক করতে পারলো না, বললো কাল যাবো, কাল সন্ধ্যার দিকে তোমাদের বাড়ী যাবো। উষা কিছু বললো না, আঁচোলটাকে ভালো করে বুকে পিঠে জড়িয়ে ডান হাতে বুকের কাছে আঁচলের খুঁট ধরে দাঁড়িয়ে রইলো। অশেষের মনে পড়লো বই দুটোর কথা, কাপড়ে সেলাই করা অবস্থাতেই পড়ে আছে এখনো, গত দেড় দু বছর পোষ্টাপিসে যাওয়া হয়নি, অশেষ মনে করতে পারলো যে উষা যাবার আগে একদিন যে ধুপকাঠিটা দিয়ে-ছিলো সেটা জ্বালানো হয়নি, রয়ে গেছে, অশেষের মনে হলো ও অনেক-ক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে উষার সামনে, উষা নিস্পন্দ পালখের মতো দাঁড়িয়ে আছে সামনে অনেকক্ষণ ধরে। অশেষ বললো তুমি কেমন আছো? উষা ঘাড় নাড়লো কি না বোঝা গেল না, বললো, এসো কাল সন্ধ্যেয় যদি সময় পাও।

অশেষ চা খেয়ে sleeping pill কিনলো। ছটলাজটপি করে সব কথা আর দৃশ্যগুলো পাকিয়ে উঠলো মাথায়, অশেষ অন্ধকার চাইলো, কিন্তু অশেষ ভাল করেই জানে যে অন্ধকারে মুখ মুছে ফেলা যায় না, অশেষ দেখলো উষা আরো রোগা হয়েছে, উষার কণ্ঠার হাড় উঁচু, উষার ঠোঁট দুটো নিবিড়ভাবে চাপা, সমস্ত মুখে পাথরের স্তব্ধতা মেখে উষা জীবন্ত মানুষের চেয়েও বেশী জীবন্ত হয়ে উঠছে। অশেষ একটা ছটফটানি অনুভব করলো। উল্টোদিকের রাস্তায় হনহন করে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে অশেষের মনে হলো এ সমস্তর কোন মানে নাই। কোন কিছুই ঠিক নাই জীবনের, আমাদের করণীয় কিছুই নাই, এখন উল্টো দিকে হাঁটছি কেন, আমার কি কোন অপরাধ পীড়া আছে? অশেষ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো, তন্ন তন্ন করে খুঁজলো কোন অপরাধ বোধ ওর মধ্যে কাজ করছে কি না, অশেষ দেখলো ওর মনের মধ্যে কোন অন্যায় বা অপরাধ বোধ নাই, বস্তুত অশেষ যেন হঠাৎ অনেকটা হালকা হয়ে গেলো। অশেষ মনে মনে বললো, কিন্তু সমাজ এবং নীতি?

উজিয়ে এসে অশেষ এক প্যাকেট সিগারেট কিনলো। হঠাৎ চোখ যেতেই দোকানদারকে বললো, আচ্ছা আপনার বেষ্ট চকোলেট কি আছে এখানে? দুটো চকোলেট কিনলো অশেষ ঝিনুকের জন্য। মোড়ের মুখে আলো লোকজন কথা চলন্ত ছায়া এই সব দেখতে দেখতে অশেষ দেখলো কখন এক সময় পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ঝিনুক, ঝিনুকের শাড়ীটা নীল দাগ কাটা কাটা, আর একেবারে আটপৌড়ে। ঝিনুক আজ অন্যদিনের তুলনায় একটু গম্ভীর। ঝিনুক বললো, waiting, বলে ঝিনুক চুপ করে গেলো, ঝিনুকের চোখ দুটো হাসতে লাগলো, অশেষ কেমন যেন আবার সেই যন্ত্রচালিতের মতো বললো, for you. দুজনেই একটু নিঃশব্দ হেসে উঠলো। অশেষ বুঝতে পারলো না কোনটা ঠিক, এই বর্তমানটা না পিছনদিকটা. অশেষের মনে পড়ে গেলো একটু আগের কথা। পার্কের বেঞ্চিগুলো পিছনে রেখে মাঠের ঢালু বেয়ে ওরা নেমে গেলো। ঝিনুক বললো।

: ঐ শক্ত ইংরাজী কবিতাটা আমি আবৃত্তি করতে পারবো না,

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কৃষিঋণের সুদ মকুবের সময়সীমা বৃদ্ধি

বর্তমান সরকার কৃষিঋণের সুদ মকুবের সময়সীমা ১৯৭৯ সালের মে মাসের জায়গায় ১৯৮০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

১) যাঁদের মোট জমির পরিমাণ চারি একর মধ্যে এবং (২) পাম্প ঋণ ও অগভীর নলকূপের ঋণ যাঁদের ১৯৭৮ সালে সমুদয় কিস্তিই বাকী পড়েছে এই ধরনের চাষীরা এই সুযোগ পাবেন। ১৯৮০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে এককালীন অথবা কিস্তিতে সমুদয় আসল জমা দিলে এই সুযোগ পাওয়া যাবে যাঁরা ইতিপূর্বে সুদ হিসাবে যা জমা দিয়েছেন, তা আসল হিসাবে গণ্য করা হবে।

মুর্শিদাবাদ জেলা মুখ্য কৃষি আধিকারিক সূত্র থেকে এ খবর জানানো হয়েছে।

এ পক্ষের চাষবাস

১৬ই—২৯শে অগ্রহায়ণ

ধান ঃ

এ পক্ষের মধ্যে বোরোধানের বীজতলায় বীজ ফেলার কাজ শেষ করুন। এ বছর স্বল্পমেয়াদী বোরোধানের চাষ করাই ভাল। প্রতি দশ শতক বীজতলায় বীজ ফেলার ৩ সপ্তাহ পরে এবং চারা তোলার ১ সপ্তাহ আগে ১ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দিন। রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য আগের পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন।

গম ঃ

এ পক্ষে গম বুনলে সোনালিকা অথবা জনক জাতের গম বুনুন। বীজ শোধন, জমি তৈরীর সময় প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ ইত্যাদি জানার জন্য আগের পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন। গম বোনার ২১ দিন পরে একরে ২০ কেজি, নিদেন পক্ষে ১২ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দিয়ে প্রথমবার সেচ দিন। কার্ত্তিকের মাঝামাঝি বোনা গমের জমিতে বীজ বোনার ৬ সপ্তাহ পরে অর্থাৎ বেশী পাশকাটি ছাড়ার সময়, দ্বিতীয়বার সেচ দিন।

আলু ঃ

বীজ বসানোর ৩-৪ সপ্তাহ পরে একরে ২০ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দিয়ে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে ভেলী বেঁধে দিন এবং ৬ সপ্তাহ পরে নিড়েন দিয়ে দ্বিতীয়বার ভাল করে ভেলী বেঁধে দিন। আলুর ক্ষেতে প্রথমবার মাটি ধরানোর পর সপ্তাহে একবার এবং দ্বিতীয়বার মাটি ধরানোর পর ৭-১০ দিন অন্তর সেচ দিন। সেচের জল যেন ভেলীর তিন চতুর্থাংশের বেশী না ডোবে, সেদিকে নজর রাখুন।

সর্ষে ঃ

টোরির ক্ষেতে বীজ বোনার ৩ সপ্তাহ পরে এবং রাই-এর ক্ষেতে ৫ সপ্তাহ পরে একরে যথাক্রমে ৮ ও ১০ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দিন। জাব পোকার আক্রমণ দমনের জন্য, ফুল ফোটার আগে প্রতি লিটার জলে ১ মিলি হারে মিথাইল ডেমিটন (মেটাসিস্টক্স) বা ডাইমেথয়েট (রোগর) বা ½ মিলি ফসফামিডন (ডিমেক্রন) মিশিয়ে স্প্রে করুন।

অন্যান্য ফসল ঃ

সারা পক্ষ ধরে নাবি জাতের ফুলকপি ও বাঁধাকপি এবং অন্যান্য শীতকালীন সবজির চারা বা বীজ লাগাতে পারেন।

ভারত-জার্মান
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প
১২ বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭১
/naa

খেলার খবর

রঘুনাথগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর—স্থানীয় সেবাশিবির মাঠে অনুষ্ঠিত ছোটদের ফুটবল প্রতিযোগিতার মহেশচন্দ্র ও হেমবরণী স্মৃতি শীল্ডের ফাইনাল খেলায় সেবাশিবির ক্লাব ২—১ গোলে অগ্নি-ফৌজ ক্লাবকে পরাজিত করে। ছোটদের এই আসরে বড় ধরনের উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

নোটিশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, জঙ্গীপুর মুন্সেফী আদালত প্রাঙ্গণ মধ্যে ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯৮০ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত একটি চা, বিস্কুট ইত্যাদির দোকান করার জন্য আগামী ১৩-১২-৭৯ তারিখ বেলা ২টার সময় নিম্ন স্বাক্ষরকারী কর্তৃক প্রকাশ্য নীলাম ডাক হইবে। সর্ব্বোচ্চ ডাককারীকে জেলা জজ সাহেবের অনুমতি সাপেক্ষে অস্থায়ী চালাঘর নির্ম্মাণ করিয়া দোকান করার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইবে। ডাকের এক চতুর্থাংশ টাকা ঐ দিন বক্রী টাকা ঐ দিন হইতে ৭ দিনের এবং মধ্যে অবশ্যই অত্রাদালতে জমা দিতে হইবে; নচেৎ কোন লাইসেন্স দেওয়া হইবে না এবং উপরোক্ত টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। জেলা জজ সাহেবের বিনা অনুমতিতে কোন খাবারের মূল্য বৃদ্ধি করিতে পারিবে না। লাইসেন্সের অন্যান্য সর্তাবলী নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট হইতে জানা যাইবে।

পি, কে, দাস
১ম মুন্সেফী আদালত, জঙ্গিপুর

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত নিলামের দিন ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯ ১১।৭৮ মনি

ডিঃ মাজেনুর খাতুন দেং আলতাব হোসেন দাবি ১১০৬'২০ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জোতসুন্দর ৩১ শতকের কাত ১'০০ আঃ ১০০০'০০ খং নং ৪৩৫, ৬০১ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

ছাত্রপরিষদ (ই) কমিটি

জেলা ছাত্রপরিষদ (ই) সূত্রে জানা গেছে, আগামী বর্ষের জন্য সুকুমার অধিকারীকে সভাপতি, মনোজ চক্রবর্ত্তী ও মোতাহার হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক এবং জগন্নাথ সরকারকে কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করে পরিষদের নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বৃক্ষ বহুৎসব

সরকার যখন বৃক্ষরোপণ করার জন্য ব্যস্ত, তখন জোতকমল, পিয়ারাপুর, তেঘরী, সম্মতিনগরের বাগানের পুষ্ট গাছগুলি কেটে ফলাও ব্যবসায়ে মেতেছেন স্থানীয় এলাকার কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ। এখনই এই ব্যবসা বন্ধ করা হোক বলে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে।

প্রাঃ এম এল এর দলত্যাগ

সাগরদীঘি, ৫ ডিসেম্বর—সাগরদীঘির প্রাক্তন এম এল এ নৃসিংহকুমার মণ্ডল কংগ্রেস দল ছেড়ে কংগ্রেস (ই) দলে যোগ দিয়েছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, দেবরাজ আরস নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস বর্তমানে দেশের কোন মঙ্গল করতে অসমর্থ এবং দেশের জনগণ ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসকেই প্রকৃত জাতীয় কংগ্রেস ও এই দলই ভারতের জনগণের কল্যাণ করতে সমর্থ বলে মনে করে। একই কারণে তিনি (নৃসিংহবাবু) আরস কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ ও সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে আজ ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগদান করলেন।

বসত বাড়ী বিক্রয়

জঙ্গিপুর সাহেববাজারে সদর রাস্তার উপর (মুদ্রা বস্ত্রালয়ের সম্মুখে) তিন শতক জায়গার মধ্যে একটি দোতলা দালান বাড়ী বিক্রয় হইবে। নিম্ন ঠিকানায় সত্বর যোগাযোগ করুন।
শ্রীশম্ভুনাথ ঘোষ
C/o. শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ
সাহেববাজার
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর
শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

অলক্ষে

(২য় পৃষ্ঠার পর)

আমাকে অন্ত একটা বাংলা কবিতা ঠিক করে দাও।

: তোমাদের মহিলা সমিতি ফাংসন করার এতো টাকা পাচ্ছে কোথায় ?

: লোকেরা ডোনেসান দিচ্ছে, তা ছাড়া অপরাজিতাদি এ সব পছন্দ করেন।

: কার কবিতা নেবে ?

: নজরুলের,

: রবি ঠাকুর বাদ ?

: নাঃ, (একটু হাসলো ঝিনুক) পাগল নজরুলই দিও।

ঝিনুক বলছে, আজ রাস্তায় আমার বেশ মজা লাগছিলো, অশেষ শুনছে, এ পাশ ও পাশ থেকে একটা দুটো মাঝে মাঝে মন্তব্য, আমি সবই শুনছিলাম, আচ্ছা, কেউ যদি কাদায় পড়ে যায় তাকে তুলতে হলে নিজেরও গায়ে কাদা লাগে তো ? প্রেম-ফ্রেম বিচ্ছিরি জিনিস। অশেষের চোখ শাণিত হলো, অন্ধকারে, কি হয়েছে ঝিনুক ? ঝিনুক তখন বলছে, তোমাদের কি মনে হয় জানি না, আমার মনে হয় মাঝে মাঝে একা ঘাস বা মাটি বা নিজেকে নিজে শুনিয়ে কিছু কিছু কথা বলতে হয়, যে কথাগুলো বললে আনন্দ হয়, যে কথাগুলো কাউকে বলা যায় না। সমাজ খুব নিষ্ঠুর। ঝিনুক থামলো। অশেষ সামনে তাকিয়ে আছে, সামনে হলুদ ফ্যাকাটে চাঁদ, অশেষের মনে হচ্ছে, সব কিছুই অর্থহীন, কোন কিছুরই কোন মানে নাই, আমাদের জীবনের চলমান চৌরাস্তায় কে কার সাথে কতটুকু মিশলো, আবার চলে গেলো, এ সবের কিছুই মানে নাই। অশেষ ঝিনুকের দিকে অন্ধকারে চেয়ে আছে, অশেষ খুঁজছে নিজের ঈশ্বরীকে, অশেষের মাথার মধ্যে ঢুকে পড়েছে একটা তালগোল পাকানো বোবা যন্ত্রণাক্ষুব্ধ অন্ধকার, উষা ঝিনুক না চাঁদ আকাশ, আকাশ ঝিনুক, উষা অন্ধকার।

—সুধন্য

'সি পি এমকে ভোট নয়'

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিরীহ মানুষদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে সি পি এম সমর্থকেরা। লোডসেডিং যেমন বাড়ছে তেমনি বাড়ছে জিনিসপত্তরের দাম। অতএব সি পি এমকে ভোট দেবেন না।"

অনুদান দেওয়া হয়েছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে ; অবশ্য যদি আবেদনকারীর আবেদনের সত্যতা সম্পর্কে স্থানীয় মহকুমা শাসক অনুমোদন করেন তবেই। গুপ্ত আরো জানান, নির্ধারিত সময়ে ট্রেন চলাচলের জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। দুর্ঘটনার পর এই রেলপথ এখন নিরাপদ রয়েছে এবং আরো নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, জাঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে প্রস্তাবিত ওভার ব্রীজ মঞ্জুর করা হয়েছে। কিন্তু দেশ-জুড়ে লোহার অভাবের দরুন ওটার কাজ শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না। লোহা-সঙ্কট কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওভার ব্রীজ তৈরীর কাজে হাত দেওয়া হবে। পানীয় জলের অভাব পূরণের জন্য খুব তাড়াতাড়ি প্লাটফরমের কোন এক জায়গায় একটি নলকূপ বসানো হবে। যদি ব্যয়বহুল না হয় তবে আহিরণ ও সুজনীপাড়া ষ্টেশন দুটি বৈদ্যুতিকীকরণ করার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। মালদা থেকে কাটোয়া পর্যন্ত একজোড়া ট্রেন চালানোর বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় কোচ না থাকায় এখনই তা চালানো সম্ভব হচ্ছে না। জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে রিজারভেসন কোটা বাড়ানোর ব্যাপারে তিনি জানান, প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। তাছাড়া বিষয়টি পূর্ব রেলের চীফ কমারশিয়াল সুপারের অনুমোদন সাপেক্ষ।

দুর্ঘটনাস্থল সন্নিহিত আবাদী জমির ওপর বুলডোজার ও ক্রেন দিয়ে উদ্ধারকার্য চালানোর সময় আমন ধান, কলাই, সরষে, বেগুন ইত্যাদি নষ্ট হওয়ার দরুণ যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণের দাবিটি পরীক্ষা করা হবে বলে তিনি জানান।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু

ধুলিয়ান, ৪ ডিসেম্বর—গত মঙ্গলবার ৩৪নং জাতীয় সড়কের হাউসনগর ব্রীজের কাছে ধুলিয়ানের জনৈক ব্যবসায়ীর লরি চাপা পড়ে এক কিশোর নিহত হয়।

সম্প্রতি শহরে পাটবোঝাই একটি লরিতে আগুন লাগলে ধুলিয়ান টাউন ক্লাবের ক্রীড়া সম্পাদক নুরুল আলম লোকজন নিয়ে সাহসের সঙ্গে লরিতে চেপে আগুন আয়ত্তে আনেন। লরির বিশেষ ক্ষতি হয়নি বলে জানা গেছে।

চোলাইসহ মহিলা গ্রেপ্তার

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৫ ডিসেম্বর—ফরাক্কা সারকেলের আবগারী পুলিশ সম্প্রতি ফরাক্কা থানার ভবানীপুর, অর্জুনপুর ও রঘুনাথপুরের বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়ে ভাওয়া ও চোলাই মদ বিক্রীর অভিযোগে একজন মহিলাসহ ৭ জনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছ থেকে ১২ লিটার চোলাই মদ, ১৭৯ লিটার ভাওয়া ও চারটি মদ তৈরীর সরঞ্জাম উদ্ধার ও আটক করা হয়।

শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধি দিবস

শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি শ্রীমাতৃচক্র রঘুনাথগঞ্জ কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৪ নভেম্বর শ্রীঅরবিন্দ ভবনে শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধি দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে ছন্দব্যায়াম ও কুচকাওয়াজ প্রদর্শিত হয় এবং আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়।

সারা বাংলা ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকা প্রদর্শনী

গোপিকাবিলাস ভবন, সিউড়ি

১০ই পৌষ ॥ ১৩৮৬

অনুসন্ধান :

দিদিভাই ॥ পোঃ কোটাসুর ॥ বীরভূম।

নিবেদন, ৯৮, কড়েয়া রোড। ফ্ল্যাট-সি/২। কলিঃ ১৯

স্কুল-কলেজের খাতা-পত্র কাগজ-কালি-কলম-ফরম ও

যাবতীয় সামগ্রীর বিপুল আয়োজন

পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতা-পত্র-ফরম এবং

বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন ও রকমারী কারডের

নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

পণ্ডিত ষ্টেশনারস

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। লানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম রুক্ষতা রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।